

বালিয়াকান্দি সরকারি কলেজ।
বিষয় যুক্তিবিদ্যা। দ্বিতীয় পত্র পঞ্চম অধ্যায়।
ক্লাস 11:40।
১৯/৮ ২০২৬ বুধবার
শিক্ষক :মোহাম্মদ নয়ন ইফতেখার।

১. কার্যকারণ নীতি - Law of Causation

মূল কথা: কারণ ছাড়া কোনো কার্য হয় না।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

- মিলের সংজ্ঞা: “যে ঘটনার শুরু আছে তার একটি কারণ আছে।”

- বেইনের সংজ্ঞা: প্রতিটি ঘটনা পূর্বের ঘটনার সাথে সুনির্দিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত।

- ল্যাটিন নীতি: Ex nihilo nihil fit = শূন্য থেকে কিছু সৃষ্টি হয় না।

- সম্পর্ক: কারণ ও কার্যের মধ্যে অনিবার্য ও আবশ্যিক সম্পর্ক। কারণ থেকে কার্য, কার্য থেকে কারণকে আলাদা করা যায় না।

গুণগত দিক: কারণ = অব্যবহিত, শর্তহীন, অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা।

কার্য = তার নিকটবর্তী পরবর্তী ঘটনা।

পরিমাণগত দিক: কারণ ও কার্য সমপরিমাণ। কারণে যে পরিমাণ বস্তু ও শক্তি থাকে, কার্যেও ঠিক সেই পরিমাণ থাকে। এটা বস্তুর নিত্যতা নীতি ও শক্তির নিত্যতা নীতি দিয়ে প্রমাণ হয়।

কার্যকারণ নীতির ৪টি মৌলিক দিক:

- ক: অভিন্ন অবস্থায় কারণ থেকে অভিন্ন কার্য সংঘটিত হয়

- খ: প্রত্যেক কার্য সুনির্দিষ্ট কোনো কারণের ভিত্তিতে সংঘটিত হয়

- গ: কারণ হলো কার্যের অপরিবর্তনীয়, শর্তনিরপেক্ষ ও অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনাবলি

- ঘ: পরিমাণগত দিক থেকে কারণ ও কার্য সমান

২. পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি - Experimental Method

উদ্দেশ্য: ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করে সার্বিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।

এটা শুধু পরীক্ষার উপর না, পর্যবেক্ষণ + পরীক্ষা দুইটার উপর নির্ভরশীল। বেকন ৩টি পদ্ধতি দিয়েছিলেন। তার ত্রুটি দূর করে মিল ৫টি পদ্ধতি দেন।

মিলের ৫টি পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি:

1. অন্বয়ী পদ্ধতি - The Method of Agreement

2. ব্যতিরেকী পদ্ধতি - The Method of Difference

3. যৌথ অন্বয়ী ব্যতিরেকী পদ্ধতি - The Joint Method of Agreement and Difference

4. সহপরিবর্তন পদ্ধতি - The Method of Concomitant Variation

5. পরিশেষ পদ্ধতি - The Method of Residue